ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইয়ামি গৌতমের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন

পৃঃ ৫

দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলো না পিএসজি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩২ ● কলকাতা ● ১৮ মাঘ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক, একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি পর্ষদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা । শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। এবার পরীক্ষায় বসবে ৯ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। এবার থেকে মাধ্যমিকের সময় সূচিতে এসেছে বদল। মাধ্যমিক এগিয়েছে ২ ঘণ্টা। এতদিন মাধ্যমিক শুরু হত সকাল ১১টা ৪৫-এ। শেষ হত দুপুর ৩টেয়।প্রশ্নপত্রে লুকনো 'কোড': এবছর প্রশ্নপত্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রশ্নপত্রের প্রতিটি পাতায় প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নম্বরের কোড লুকনো রয়েছে।কোনও পরীক্ষার্থী যদি কোনও প্রশ্নপত্রের পাতার ছবি তোলে, তবে সেই ছবি দেখে বোঝা যাবে কার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা হলে ইনভিজিলেটরদের সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে বলার নির্দেশ দিয়েছে পর্ষদ। পাশাপাশি কার প্রশ্নপত্র তা জানা গেলে পরীক্ষা এবছরের জন্য বাতিল হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ইডি-র হাতে গ্রেফতারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হেমন্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্থিক তছরূপ এবং জমি দুর্নীতি মামলায় বুধবার রাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেফতার করেছে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। এই গ্রেফতারি নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন হেমন্ত। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই আর্জিও শুনতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।বুধবার হেমন্ত সোরেনকে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি-র হাতে হেমন্ত গ্রেফতারি নিশ্চিত হতেই মুখ্যমন্ত্রী বদলের সাক্ষী থেকেছে ঝাড়খণ্ড। গ্রেফতার হওয়ার আগেই রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন হেমন্ত। তার পর তাঁরই দলের নেতা চম্পাই সোরেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিষয়টি নিয়ে এ বার দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হেমন্ত সোরেন।শুক্রবার হেমন্তের আর্জির শুনানি হবে। হেমন্তের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন সিনিয়র অ্যাভভোকেট কপিল সিবাল এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

হেমন্তের অ্যাডভোটেকের আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার তিন বিচারপতির বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হবে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ শুনবে এই আবেদন। এই আবেদনের ভিত্তিতে ভারতের সলিসিটর জেনারাল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানান, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টেও একই আবেদন করা হয়েছে। তখন কপিল সিবাল আদালতকে জানান, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর পরই শুক্রবার এই আবেদনের শুনানি ধার্য হয়।

গরিব, মহিলা, যুবক ও কৃষক,সরকারের কাছে জাত মানে এই চারটি শ্রেণিই-নির্মলা সীতারমন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের শেষ বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেন, সরকারের দৃষ্টি গরিব, মহিলা, যুব ও কৃষকদের উপর রয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এদিন অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বলে সেভাবে নতুন করে কোনও প্রকল্পের কথা তিনি ঘোষণা করেননি।কৃষি ক্ষেত্রের জন্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলির কথা ফের মনে করিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার করার জন্য সরকার আইন আনলেও সেটা কৃষকদের প্রতিবাদের জেরে প্রত্যাহার করতে হয় সরকারকে। সামনের ভোটে কৃষকদের আস্থা অর্জন করা বড় টার্গেট হবে বিজেপির। এদিনের বাজেটেও তাই বারবার ঘুরেফিরে এল কৃষকহিতের কথা। এপ্রিল-মে মাসে লোকসভা ভোটের পর নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে। বলা যেতে পারে, এদিনের বাজেট ছিল নেহাতই ট্রেলার। তবে নয়া সরকার নির্বাচিত হলে, কারা ক্ষমতায় আসে, এনডিএ জিতলে নির্মলাই ফের অর্থমন্ত্রী হন কিনা, সেদিকেই থাকবে নজর।বরঞ্চ গত দশ বছরে সরকার কি করেছে ও যেই সব স্কিমগুলি সফলতা পেয়েছে, তাতেই আরও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার কথা জানান তিনি।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা সীতারমন বলেন, তিনি আশা করেন দেশের মানুষ তাঁর সরকারকে তৃতীয় মেয়াদে আশীর্বাদ করবেন। নির্মলা বলেন,'আমাদের তরুণ দেশের রয়েছে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, বর্তমানকে নিয়ে গর্ব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা

এরপর ৩ পাতায়

বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল, ফ্রিতে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ, ঘোষণা নির্মলার বাজেটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী মাসেই লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে বুধবার সংসদে যে অন্তর্বতী বাজেট পেশ হচ্ছে, তাতে নাটকীয় কিছু ঘোষণার সম্ভাবনা ছিলই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সেদিক থেকে হতাশ করলেন না।তবে সরকারি সূত্রের মতে, এই প্রকল্প শুরু হলে সোলার প্যানেল বসানোর জন্য সরকার মূলধন খাতে ভর্তুকি দেবে। অর্থাত কেউ বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসাতে চাইলে যা খরচ পড়বে, তাতে ভরতুকি পাবে। হিসাব মতো বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে এ দেশে ৬৪০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্পের অগ্রগতি আশা করা যেতে পারে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন

এরপর ৩ পাতায়

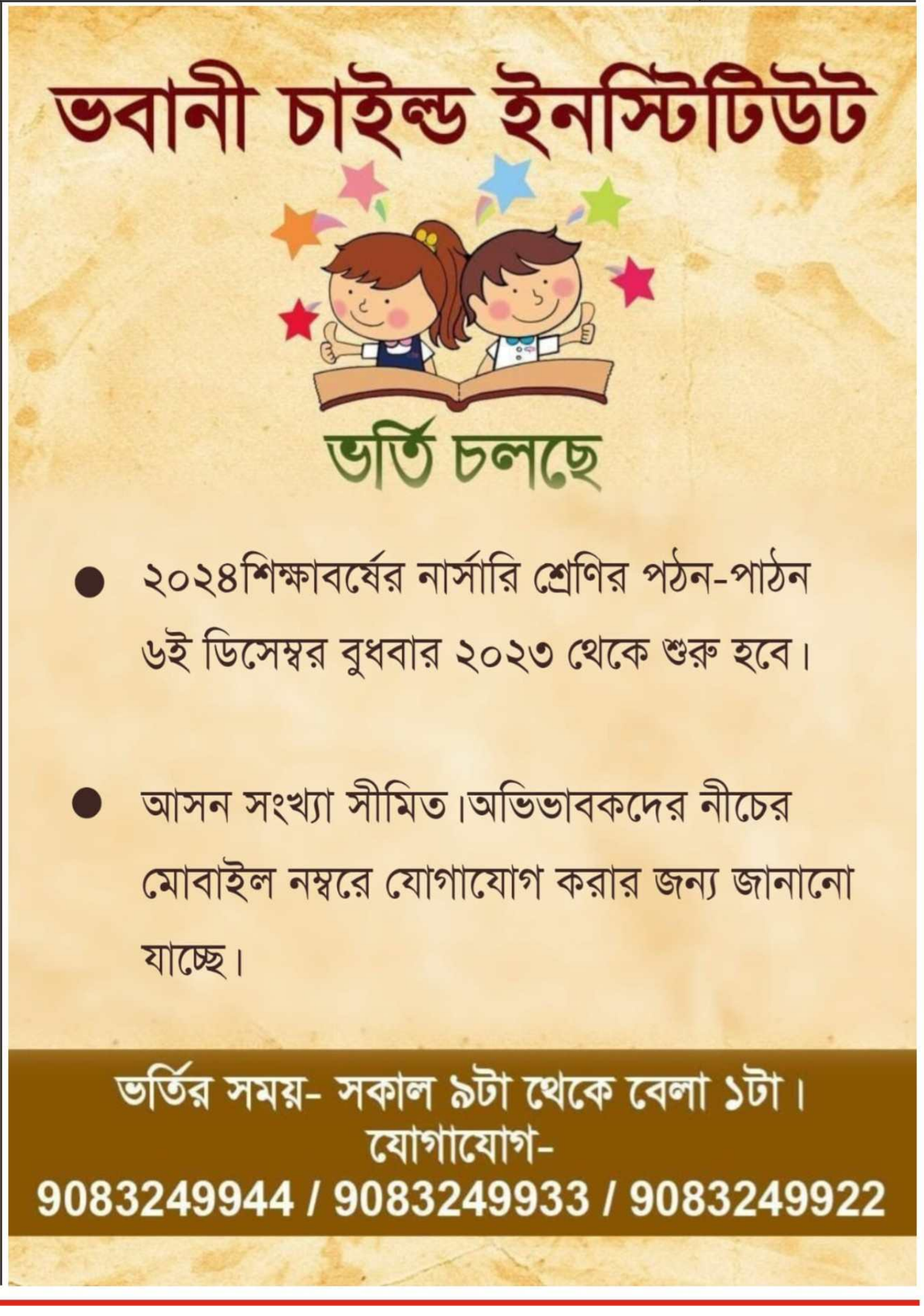

শীতকালের জন্য অপরিহার্য প্রোডাক্ট: Simple-এর তৈরি

সোপ-ফ্রি স্কিনকেয়ার প্রদান করা পরিত্রাতার সাথে মিলুন!

'রিফ্রেশিং ফেসিয়াল ওয়াশ' ও 'হাইড্রেটিং লাইট ময়েশ্চরাইজার'-কে আপনার ত্বকের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে এবং এই দুটি প্রোডাক্টের মাধ্যমে আপনি শীতকালে ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবেন

Kolkata, 1st February 2024: নিউজ সারাদিন : শীতকালের কনকনে ঠাণ্ডায় ত্বকের নমনীয়তা বজায় রাখা শক্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে সেইসব ব্যক্তিদের জন্য যাদের ত্বক স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি শুষ্ক থাকে। এই ঠাণ্ডা হাওয়ার নির্মম দাপটে বাতাস থেকে আর্দ্রতা অপসারিত হয় এবং আমাদের ত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক, খসখসে ও রুক্ষ।

এই ধরনের যাবতীয় অসুবিধা ও উৎকণ্ঠাকে পাশে সরিয়ে রেখে, শীতের আমেজকে উপভোগ করার জন্য Simple Skincare আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে 'রিফ্রেশিং ফেসিয়াল ওয়াশ' ও 'হাইড্রেটিং লাইট ময়েশ্চরাইজার'-এর মতো দুর্দান্ত প্রোডাক্ট। এই দু'টি প্রোডাক্টের যুগলবন্দী আপনাকে দেয় কার্যকর কিন্তু হালকা ওজনের উইন্টার স্কিনকেয়ার ব্যবহার করার সুবিধা। আপনার ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখা ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যার হাত থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্য গ্রহণ করে আমাদের এই দু'টি প্রোডাক্টের মানিকজোড় ব্যবহারকারীকে ময়েশ্চরাইজারের অবিরাম চ্যাটচেটে অস্বস্তিতে চিরতরে বিদায় জানানোর জন্য সক্ষম করে তোলে। এই ট্যাগ টিম এটি সুনিশ্চিত করে যাতে সারা শীতকাল জুড়ে ব্যবহারকারীর ত্বকে হাল্কা অনুভূতি, আর্দ্রতা, সুরক্ষা ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

রিফ্রেশিং ফেসিয়াল ওয়াশ:

এটি একটি ১০০% সোপ-ফ্রি ফেসওয়াশ যা আপনার ত্বককে শুষ্ক হতে না দিয়ে একটি রিফ্রেশিং পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রোডাক্ট যেকোনও ধরনের ত্বকের প্রকারের জন্য ব্যবহার করা যায়, এক কথায় বলতে গেলে, এটি আপনার জন্য সর্বাপেক্ষা সঠিক উইন্টার স্কিনকেয়ার সাথী, যা আপনার ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় ময়েশ্চার ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং ত্বকের জন্য প্রো-ভিটামিন B5 ও ভিটামিন E সহ উপযুক্ত পুষ্টি প্রদান করে। স্বাভাবিক পরিমাণে প্রতিদিনের ব্যবহার আপনার ত্বককে সারা শীতকাল জুড়ে স্বাস্থ্যপ্রদ ও উজ্জ্বল দেখানোর নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই এই সোপ-ফ্রি ফর্মুলার অনন্য উপযোগিতাকে ব্যবহার করুন যা শীতের এই সম্পূর্ণ ঋতু জুড়ে আপনার ত্বককে নমনীয় ও আর্দ্র রেখে শীতকালের আমেজকে আপনার জন্য দ্বিগুণ করে দেয়।

দাম: INR ৩৮৫/-

হাইড্রেটিং লাইট ময়েশ্চরাইজার:

এতে বোরেজ বীজের নির্যাস থেকে তৈরি তেল, প্রো-ভিটামিন B5 ও ভিটামিন E-এর মতো এলিমেন্টের একটি পুষ্টিকর মিশ্রণ। এর হালকা ওজনের অনুভূতি প্রদান করা ফর্মুলা, ত্বকের জন্য চ্যাটচেটে নয় এমন নন-গ্রিজি টেক্সচার প্রদান করার উদ্দেশ্যে সহজে তৈলাক্ত ভাব শুষে নেওয়ার ফিচারের সাথে সারা দিন জুড়ে উজ্জ্বল ত্বকের সাথে নমনীয়তা ও প্রয়োজন মতো আর্দ্রতা বজায় রাখার সুবিধা প্রদান করে। ত্বকের স্বাস্থ্যপ্রদ উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য আপনাকে ত্বকে দেখা যাওয়া ভরাট হওয়া গর্ত বা ব্রেকআউটের জন্যও দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কারণ এই ময়েশ্চরাইজার অনলসভাবে সারা শীতকাল জুড়েই প্রয়োজন অনুসারে আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ও নমনীয়তা বজায় রেখে আপনার ত্বকের সজীবতাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আপনার দৈনন্দিন স্কিনকেয়ার রুটিনে এই প্রোডাক্টের আবশ্যক সংযুক্তির মাধ্যমে সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি আপনার ত্বককে দিন যা এই সময় জুড়ে আপনার ত্বক পেতে চায়।

দাম: INR ৪৬৫/-

নিম্নলিখিত অনলাইন সাইটে উপলভ্য-

https://www.simpleskincare.in/products/simple-kind-to-skin-refreshing-facial-wash-150ml

https://www.simpleskincare.in/products/hydrating-light-moisturiser-with-borage-seed-oil-pro-vit-b5-vit-e-125-ml

Simple সংস্থায়, আমরা গর্বের সঙ্গে একথা জানাতে চাই যে আমাদের পরিচ্ছন্ন বিউটি ব্র্যান্ডের অধীনে যেসব প্রোডাক্ট তৈরি হয় তা শুধু আপনার ত্বকের জন্য কার্যকরীই নয়, আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যের প্রতিও সেগুলি একই রকমভাবে যত্নবান। আমাদের প্রতিটি অফারই স্কিনকেয়ারের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য খুবই সহজ ও সাধারণ - আপনার ত্বকের পরিচর্যার জন্য এমন সমাধান প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য যা খুবই পেলবভাবে আপনার ত্বকের উপরে কাজ করবে কিন্তু তাতে তার কার্যকারিতার কোনও হেরফের হবে না। এই স্কিনকেয়ার ব্যবহার করে আপনি যে নিজের ত্বকের সতেজতা ও সজীবতাই ফিরে পাবেন, শুধু তাই নয়, সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হল, এই প্রোডাক্ট আপনার ত্বকের পরিচর্যার দিকটিকেও সমান গুরুত্ব দেয়। আসুন, একসাথে আমরা পরিচ্ছন্নতা ও সহজ-সাধারণ ত্বক পরিচর্যার অনাবিল সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করি।

সুমনের বায়না, বাড়ি যাব!

মমতা বললেন, আরও ১০ দিন থাকুন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসুস্থ কবীর সুমনকে দেখতে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪.১৮ নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছন তিনি। মিনিট দশেক ছিলেন। সুমনের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা। সুমন কেমন আছেন জানতে চাওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " আগের চেয়ে ভাল আছেন।তবে হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবেন, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি। যে হেতু, হাসপাতালে থাকলে আরও অনেক সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে কারণে গায়ককে বাড়ি পাঠানো যায় কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছেন চিকিতসকেরা। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে সুমনের শারীরিক অবস্থার উপর। তিনি শারীরিক ভাবে কেমন থাকেন, সেটা বিশ্লেষণ করেই বাকি সিদ্ধান্ত নেবে মেডিক্যাল বোর্ড।কথা বলেছেন। বাড়ি যাব, বাড়ি যাব করছেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখন বাড়ি যাওয়া যাবে না। এক বার এমন হয়েছে। আবার যখন-তখন এমন হতে পারে। তাই আমি বললাম, এখনও ১০ দিন থাকতে হবে। সুস্থ হয়ে ফিরবেন।"

মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, সুমন যেহেতু এখন কথা বলতে পারছেন, তাই অন্য গল্পও হয়েছে। বাংলা খেয়াল নিয়ে কথা বলেছেন সুমন। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "সুমনের সঙ্গে যেখানেই দেখা হোক, গান নিয়ে কথা হয়। আজও হয়েছে। খেয়াল নিয়ে কথা হল। ও আমাকে দেখে 'জয় বাংলা' বলল, আমিও বললাম।" মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে গায়ক তাঁর কাছে চকোলেট খাওয়ার আবদার করেন। যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী সুমনের সেই আবদার পূরণও করেছেন। তবে গায়কের যেহেতু ডায়াবিটিস আছে, তাই চিকিৎসকেরা চকোলেটটা বাদ দিয়ে বিস্কুটের অংশটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ধীরে ধীরে সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছেন কবীর সুমন। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, আগের চেয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে গায়কের। অক্সিজেন নির্ভরতাও কমেছে আগের থেকে। সারা ক্ষণ অক্সিজেন সাপোর্টের দরকার পড়ছে না। চিকিতসকেরা জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে তবেই অক্সিজেন দেওয়া হবে। যদিও গায়কের ফুসফুস এবং হার্টের সমস্যা রয়েছে। তবে সেই সংক্রান্ত উপসর্গগুলি এখন আর ততটা সক্রিয় নয়। উঠে বসতে পারছেন। মাঝেমাঝে হাঁটাচলাও করছেন তিনি।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে চিকিৎসা পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীরা, ঘোষণা নির্মলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় চিকিতসা পরিষেবা পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার বাজেট পেশের সময় বড়সড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের। তার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আয়ুষ্মান ভারত নামটি তিনিই ঘোষণা করেছিলেন। প্রকল্পের ট্যাগলাইন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। গত পাঁচ বছর ধরে প্রকল্পটি এই নামেই পরিচিত ছিল। গত বছরের নভেম্বরে 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির' নতুন নাম ঘোষণা করে কেন্দ্র। দেশে প্রায় ১০ কোটি পরিবার ওই প্রকল্পের আওতাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের অধীনে গত পাঁচ বছরে দেশে ১.৬ লাখের বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে।রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী, কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত। দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্প আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বাংলায় আজও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়নি। ফলে রাজ্যের একটা বড় সংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের। আয়ুষ্মান ভারত এই রাজ্যে চালু না হলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসাথী চালু করেছেন। কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নয়। বরং সব পরিবারই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবারের বাজেট ঘোষণায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের। যার ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলেই আশা।

মমতাকে নিয়ে এখনও নমনীয় 'হাত',

রাহুলের যাত্রায় সেলিমের মুখে বাংলায় বাম-কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে বলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার ঘোষণা করলেও কংগ্রেস শিবির এখনও নমনীয়। জোটের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে বাংলায় ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী এখনও পর্যন্ত একটি কথাও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলেননি।বুধবার বহরমপুরের সভায় মমতা সিপিএমকে তীব্র আক্রমণ করেন। বলেন, কংগ্রেসকে বিপথে চালিত করছে সিপিএম। এই অভিযোগ ফুতকারে উড়িয়ে দেন সেলিম।

গত বছর রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার সমান্তরালে প্রদেশ কংগ্রেস পদযাত্রার আয়োজন করেছিল। সেই পদযাত্রায় সিপিএম নেতাদের সামিল করতে বেগ পেতে হয়েছিল অধীর চৌধুরীদের। এবার স্বয়ং রাহুল বাংলায় আসায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা বাড়তি উতসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছেন যাত্রায়। সেলিম-রাহুল একমঞ্চে ভাষণ দিলে তা হবে ২০১৬ -র পুনরাবৃত্তি। সেবার বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস বোঝাপড়া হলে পার্ক সার্কাস ময়দানে যৌথ সভা করেন রাহুল ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।বুধবার মালদহে তাঁর গাড়িতে ইট পড়ার ঘটনা নিয়েও সুর চড়ায়নি কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব।

কিন্তু বৃহস্পতিবার রাহুলের যাত্রায় যোগ দিতে মুর্শিদাবাদ এসে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অবশ্য বাম কংগ্রেসের স্বার্থে তৃণমূল নেত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। তাঁর কথায়, ইন্ডিয়া জোটের বেঙ্গালুরুর বৈঠকেই আমরা বলেছিলাম, চলন্ত ট্রেন থেকে কে কখন নেমে যাবেন তাঁদের দায়িত্ব আমরা নেব না। ভালই হয়েছে উনি নেমে গিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাহুল যাত্রা শুরু করেন মালদহের সুজাপুর থেকে। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় বিরোধীরা ব্রাত্যই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শান্তিপুরের প্রশাসনিক সভায় বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ না করার অভিযোগ উঠল। এমনকি যে শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা হচ্ছে, সেই শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিও ডাক পাননি বলে অভিযোগ।নদিয়ার দক্ষিণে শান্তিপুর ছাড়া বাকি বিধানসভাগুলি রয়েছে বিজেপির হাতে। সেখানকার কোনও বিধায়ককেও আমন্ত্রণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। জেলার মধ্যে একমাত্র তাহেরপুর পুরসভা রয়েছে সিপিএমের হাতে। অভিযোগ, সেখানকার পুরপ্রধানও ডাক পাননি। পুরপ্রধান উত্তমানন্দ দাস বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো সবার মুখ্যমন্ত্রী। এই সভায় থাকলে আমার এলাকার চাহিদা, উন্নয়নের কথা জানাতে পারতাম। কিন্তু আমরা বিরোধী বলে কি ব্রাত্য থেকে যাব।"মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় তাঁরা ডাক পান না বলে বার বারই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা।

তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমি বলব যাঁরা এ সব অভিযোগ তুলছেন তাঁরা আগে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে মুখ খুলুন। তারপর না হয় এ সব বলবেন।" এই বিষয়ে ফোন করা হলে ধরেননি নদিয়ার জেলা শাসক।লোকসভা ভোটের আগে নদিয়া দক্ষিণের শান্তিপুরে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক সভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধনের পাশাপাশি উপভোক্তাদেরও বিভিন্ন ভাতা ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। শান্তিপুর শহরে পুরসভার স্টেডিয়ামে এই সভা হচ্ছে। তবে গ্রামীণ শান্তিপুরে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির দখল রয়েছে বিজেপির হাতে। আর সেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি কেউই পাননি এই সভায়। শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিজেপির চঞ্চল

এরপর ৩ পাতায়

মূলধনী ব্যয়ে অগ্রাধিকার;

১১.১ শতাংশ বেড়ে হবে ১১,১১,১১১ কোটি টাকা; দাঁড়াবে জিডিপি-র ৩.৪ শতাংশে

নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সংসদে আজ ২০২৪-২৫ এর বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২০২৩-২৪ এর পুনর্মার্জিত হিসাব এবং ২০২৪-২৫ এর বাজেট হিসেবের ভিত্তিতে সরকারের মূলধনী ব্যয়ের চালচিত্র তুলে ধরেন। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার: অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সীতারমন বলেন, ২০২৪-২৫ এ মূলধনী ব্যয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১১,১১,১১১ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই পরিমাণ জিডিপি-র ৩.৪ শতাংশ। এর পাশাপাশি, বিগত চার বছরে মূলধনী ব্যয় তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশ হারে এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে গুণীতক প্রভাব পড়েছে বলে তিনি জানান। পুনর্মার্জিত হিসাব ২০২৩-২৪: শ্রীমতী সীতারমন বলেন, সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষে ঋণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রগুলি থেকে সরকারের কোষাগারে ২৭.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা এসেছে। এর মধ্যে কর রাজস্ব ২৩.২৪ লক্ষ কোটি টাকা। পরিমার্জিত হিসাবানুযায়ী, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪.৯০ লক্ষ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, এ বাবদ ৩০.০৩ লক্ষ কোটি টাকা প্রাপ্তি আশা করা হচ্ছে, যা বাজেটের হিসাবের তুলনায় বেশি। এই বিষয়টি অর্থনৈতিক বিকাশকেই তুলে ধরে। তিনি আরও বলেন, পুনর্মার্জিত হিসাবানুযায়ী আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি-র ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে, যা বাজেট অনুমানের তুলনায় ইতিবাচক। বাজেট হিসাব ২০২৪-২৫: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ঋণ ছাড়া অন্য উৎস থেকে সরকারের কোষাগারে ৩০.৮০ লক্ষ কোটি টাকা আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৪৭.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা। কর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬.০২ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যগুলির মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০ বছরের সুদবিহীন ঋণ প্রকল্প এ বছ্রো কার্যকর থাকবে এবং এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ এ আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি-র ৫.১ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান। ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ নাগাদ এই হার ৪.৫ শতাংশের নিচে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ২০২১-২২ এর বাজেট ভাষণে জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। বাজার থেকে ঋণ: অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৪-২৫ এ বাজার থেকে মোট ঋণের পরিমাণ ১৪.১৩ লক্ষ কোটি টাকা দাঁড়াবে। নেট ভিত্তিতে এই পরিমাণ হবে ১১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। সরকারের ঋণের বোঝা কমলে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য ঋণ সংস্থানের পথ মসৃণ হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান।

১-ম পাতার পর

গরিব, মহিলা, যুবক ও কৃষক, সরকারের কাছে জাত মানে এই চারটি শ্রেণিই-নির্মলা সীতারমন

ও আস্থা। আমরা আশা করি যে আমাদের সরকার তার কাজের উপর ভিত্তি করে আবারও জনগণের আশীর্বাদ পাবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামোগত সংস্কার, জনমুখী কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে নতুন শক্তি পেতে সহায়তা করেছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্মলা বলেন, তিন তালাককে অপরাধ করার আইন এবং মহিলাদের জন্য বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দের মতো পদক্ষেপগুলি আইনি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুবকদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সম্পর্কে নির্মলা সীতারমন বলেন, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন দেশের ১.৪ কোটি তরুণ-তরুণীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তবে এদিন যেদিকে মধ্যবিত্তদের মূল নজর থাকে সেই ইনকাম ট্যাক্স পলিসিতে কোনও বদলের কথা জানাননি অর্থমন্ত্রী। অনেকে ভেবেছিল হয়তো নয়া কর নীতিতে আরও কিছু ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

১-ম পাতার পর

বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল, ফ্রিতে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ, ঘোষণা নির্মলার বাজেটে

নিয়ে অন্তর্বতী বাজেটে এক সম্ভাবনাময় প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন নির্মলা।

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই অচিরাচরিত শক্তি উৎস্যের উপর জোর দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। কচ্ছের দিকে গেলে দেখা যাবে সার সার উইন্ডমিল ঘুরছে। তা থেকে উৎপাদিত হচ্ছে বিদ্যুত। বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর ব্যাপারে গত ২২ জানুয়ারি একটি প্রকল্পের মহরতও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার নাম দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় প্রকল্প। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এদিন জানান, সৌর বিদ্যুত উৎপাদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন রয়েছে। সাধারণ মানুষের বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর উদ্যোগ নেবে সরকার। দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হবে। যাদের বাড়িতে এই সোলার প্যানেল বসানো হবে তারা মাসে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রিতে পাবে। অর্থাত তাদের বছরে ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। আর ৩০০ ইউনিটের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় (পড়ুন গ্রিডে) চলে যাবে।

সংসদে পেশ করা সাধারণ বাজেট হল সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব মাত্র। কিন্তু এ দেশে বাজেট বক্তৃতা বরাবরই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রে শাসক দল তাঁদের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নাটকীয় ভাবে বাজেটে ঘোষণা করে। অতীতে বাজপেয়ী বা মনমোহন জমানাতেও তা হয়েছে। বর্তমান মোদী সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বার যেহেতু লোকসভার ভোট আসন্ন তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘোষণা করার সুযোগ নেই সরকারের। জুলাই মাস পর্যন্ত আয় ব্যয়ের একটা হিসাব পেশ করতে হবে মাত্র। যাকে বলা যেতে পারে ভোট অন অ্যাকাউন্ট। কিন্তু সেই হিসাব পেশ করার আগে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে সোলার প্রোজেক্টের কথা ঘোষণা করেছে নির্মলা। এই প্রকল্প কবে থেকে শুরু হবে, সরকারের এজন্য কত খরচ হবে, যাদের বাড়ির সোলার প্যানেল বসবে তাদের প্রাথমিক কত টাকা খরচ হব্বেইত্যাদি নিয়ে বিশদে কিছু বলেননি তিনি। শুধু প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের কথা বলেছেন মাত্র।

১-ম পাতার পর

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক, একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি পর্ষদের

যেতে পারে। এমনটাই পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলার জন্য পরীক্ষা হলের গার্ডদের বলা হয়েছে।শুক্রবার সকাল ৯.৪৫ থেকে শুরু হবে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা।শেষ হবে দুপুর ১টায়। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে, বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের পরীক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযেগের ই-মেল আইডি হল examwbbse@gmail.com,। প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যাবে পর্ষদের (West Bengal Board Of Secondary Education) কন্ট্রোল রুমে।

পর্ষদের কন্ট্রোল রুমের নম্বর: ০৩৩-২৩৫৯-২২৭৭, ২৩২১-৩৮৪৪

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক অফিসের নম্বর: ৯১৪৭১৩৫৭৪৮

বর্ধমান আঞ্চলিক অফিসের নম্বর: ৯১৪৭১৩৫৭৪৭

মেদিনীপুর আঞ্চলিক অফিসের নম্বর : ৯১৪৭১৩৫৭৫২

পরীক্ষার্থীদের জন্য কী নির্দেশ?

বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদ জানিয়েছে, নিষিদ্ধ কোনও বস্তু নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া যাবে না। নিষিদ্ধ কোনও বস্তু পরীক্ষা হলে, কারোর কাছে পাওয়া গেলে পরীক্ষা বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে সাফ জানিয়েছে পর্ষদ। অভিভাবকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সন্তানরা যাতে মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা হলে না যায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রের গেট খোলা হবে। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের বিলি করা হবে। সকাল দশটায় শুরু পরীক্ষা।

অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এর বিশেষ অংশ

নতুন দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস'-এর 'মন্ত্র' নিয়ে এবং সারা দেশের 'সবকা প্রয়াস'-এর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ সংসদে অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫ পেশ করেছেন। বাজেটের মুখ্য অংশগুলি নিম্নলিখিত'

পর্ব-ক

সামাজিক ন্যায়

প্রধানমন্ত্রী চারটি প্রধান শ্রেণীর উন্নয়নে নজর দেবেন সেগুলি হল - 'গরীব', 'মহিলা', 'যুব' ও 'অন্নদাতা (কৃষক)'।

;গরীব কল্যাণ, দেশের কল্যাণ'

সরকার গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে বহুস্তরীয় দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে।

পিএম জনধন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৩৪ লক্ষ কোটি টাকার ডিবিটি সরকারের ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে।

পিএম স্বনিধি ৭৮ লক্ষ পথবিক্রেতাকে ঋণ সহায়তা দিয়েছে। ২.৩ লক্ষ বিক্রেতা তৃতীয়বারের জন্য ঋণ পেয়েছে।

পিএম-জনমন যোজনা বিশেষ ভাবে বঞ্চিত আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়নে সাহায্য করবে।

পিএম-বিশ্বকর্মা যোজনা ১৮টি পেশায় নিযুক্ত শিল্পী ও কারুশিল্পীদের সর্বত্র সাহায্য দিচ্ছে।

অন্নদাতা'-র কল্যাণ

পিএম-কিষাণ সম্মান যোজনা ১১.৮ কোটি কৃষককে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

পিএম ফসল বীমা যোজনায় ৪ কোটি কৃষককে শস্য বীমা দেওয়া হয়েছে।

ইলেকট্রনিক্স ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ই-ন্যাম) সংযুক্ত করেছে ১৩৬১ মান্ডিকে, ১.৮ কোটি কৃষককে পরিষেবা প্রদান করেছে, যার ব্যবসায়িক পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি টাকা।

নারীশক্তির জন্য গতি

৩০ কোটি মুদ্রা যোজনার ঋণ দেওয়া হয়েছে মহিলা উদ্যোগপতিদের।

উচ্চ শিক্ষায় মহিলাদের নথিভুক্তি ২৮% বেড়েছে।

এসপিইএম পাঠ্যক্রমে মোট নথিভুক্তদের মধ্যে বালিকা এবং মহিলাদের সংখ্যা ৪৩%, বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ।

পিএম আবাস যোজনায় ৭০%-এর বেশি বাড়ি দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের।

পিএম আবাস যোজনা (গ্রামীণ) কোভিড সমস্যা সত্ত্বেও পিএম আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র অধীনে ৩ কোটি বাড়ির লক্ষ্য খুব শীঘ্রই পূরণ হবে।

আগামী ৫ বছরে আরও ২ কোটি বাড়ির কাজ হাতে নেওয়া হবে।

ছাদের ওপর সৌরশক্তি উৎপাদন এবং বিনামূল্যে বিজলী

ছাদের ওপর সৌরশক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১ কোটি পরিবার বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ পাবে।

আশাকরা যায় প্রতিটি পরিবারে সাশ্রয় হবে বছরে ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা।

আয়ুষ্মান ভারত

আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আসবেন সব আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়িকর্মী এবং সহায়িকারা।

কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্পদ যোজনায় উপকৃত হয়েছেন ৩৮ লক্ষ কৃষক এবং ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রোফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস যোজনা ২.৪ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৬০,০০০ জনকে ঋণ পেতে সাহায্য করেছে।

বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নকে একসঙ্গে মেলাতে গবেষণা এবং উদ্ভাবন

দীর্ঘ মেয়াদে নিম্ন হারে অথবা বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ প্রদান অথবা পুনঃঅর্থ প্রদানে ৫৫ বছরের জন্যবিনা সুদে ঋণ দিতে ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠিত হবে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের জন্য এবং 'আত্মনির্ভরতা; দ্রুত ঘটাতে ডিপ-টেক প্রযুক্তি শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন কর্মসূচি চালু হয়।

পরিকাঠামো

পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মূলধনী খাতে ব্যয় ১১.১% বাড়িয়ে ১১,১১,১১১ কোটি টাকা করা হবে, যা জিডিপি-র ৩.৪%।

রেল

লজিস্টিক্স কার্যকারিতার উন্নতি করতে এবং খরচ কমাতে পিএম গতিশক্তির অধীনে রূপায়ণ করার জন্য তিনটি প্রধান ইকোনমিক রেলওয়ে কোরিডর চিহ্নিত করা হয়েছে

শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট কোরিডর

বন্দর, যোগাযোগ কোরিডর

হাই ট্রাফিক ডেনসিটি কোরিডর

৪০,০০০ সাধারণ রেল কামরাকে বন্দে ভারত মানের করা হবে।

উড়ান ক্ষেত্র

দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১৪৯।

৫১৭টি নতুন উড়ান পথ ১.৩ কোটি যাত্রী পরিবহণ করছে।

ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি ১,০০০টির বেশি নতুন বিমান কেনার বরাত দিয়েছে।

গ্রিন এনার্জি

২০৩০-এর মধ্যে ১ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন কোল গ্যাসিফিকেশন অ্যান্ড লিক্যুইফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য পরিবহণ এবং নলবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য কমপ্রেস্ট ন্যাচারাল গ্যাসে পর্যায়ক্রমে কমপ্রেস্ট বায়োগ্যাস মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

পর্যটন ক্ষেত্র

রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশ্ব স্তরে সেগুলির ব্র্যান্ডিং এবং বিপণন করার জন্য।

সুবিধা এবং পরিষেবার গুণমানের ভিত্তিতে পর্যটন কেন্দ্রগুলির রেটিং কাঠামো তৈরি করা হবে।

এমনই উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমদায়িত্বের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হবে।

বিনিয়োগ

২০০৫-১৪ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১৪ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৬ বিলিয়ন ডলার।

'বিকশিত ভারত'-এর জন্য রাজ্যগুলির সংস্কার

রাজ্য সরকারগুলির মাইলফলক-যুক্ত সংস্কারকে সাহায্য করতে ৫০ বছরের সুদহীন ৭৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রস্তাব করা হয়েছে।

পুনর্বিবেচিত পূর্বাভাস রিভাইজড এস্টিমেটস (আরই) ২০২৩-২৪

ঋণ ব্যতীত মোট আয়ের আরই ২৭.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর বাবদ আয় ২৩.২৪ লক্ষ কোটি টাকা।

মোট ব্যয়ের আরই ৪৪.৯০ লক্ষ কোটি টাকা।

আশাকরা হচ্ছে বাজেটের পূর্বাভাসের থেকে রাজস্ব বাবদ আয় বেড়ে হবে ৩০.০৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা শক্তিশালী বৃদ্ধির গতি এবং অর্থনীতির সাধারণীকরণের প্রতীক।

আর্থিক ঘাটতির আরই ২০২৩-২৪-এর জিডিপি-র ৫.৮ শতাংশ।

বাজেট পূর্বাভাস২০২৪-২৫

ঋণ ব্যতীত মোট আয়এবং মোট ব্যয় পূর্বাভাস অনুযায়ী যথাক্রমে ৩০.৮০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ৪৭.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কর বাবদ আয় ২৬.০২ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে।

রাজ্যগুলিকে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ৫০ বছরের সুদবিহীন ঋণের কর্মসূচি এবছরও চলবে যার জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫-এ আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৫.১ শতাংশ হতে পারে।

২০২৪-২৫-এ সিকিউরিটির মাধ্যমে বাজার থেকে নেওয়া মোট এবং নিট ঋণের পরিমাণ হতে পারে যথাক্রমে ১৪.১৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং ১১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা।

পর্ব-খ

প্রত্যক্ষ কর

সকল প্রত্যক্ষ করের একই হার বজায় রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী

গত ১০ বছরে প্রত্যক্ষ কর

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

মমতাকে নিয়ে এখনও নমনীয় 'হাত', রাহুলের যাত্রায় সেলিমের মুখে বাংলায় বাম-কংগ্রেস

তাঁর বহরমপুর যাওয়ার কথা। সেখানে একটি জনসভা করার কথা কংগ্রেস নেতার। তাঁর আগে বহরমপুরে রাহুলের পদযাত্রায় যোগ দেওয়ার কথা মহম্মদ সেলিম সহ সিপিএমের রাজ্য নেতাদের। তার আগে সকালে রঘুনাথপুরে রাহুলের সঙ্গে সেলিমের কথা হয় বলে কংগ্রেস সূত্রে খবর।

তার আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাহুলের পদযাত্রায় সিপিএমের নেতা কর্মীরা ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে যোগ দিচ্ছেন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কি এই বোঝাপড়া চলবে? জবাবে সেলিম বলেন, আমরা ২০২৪-এই তো আছি। এটা তো ২০২১, ২২ বা ২৩ নয়। সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়, আসন বোঝাপড়া নিয়ে কি কথা হবে? সম্ভাবনা জিইয়ে রেখে সেলিম বলেন, পদযাত্রায় তো আসন নিয়ে কথা হয় না। সেই আলোচনা হবে এআইসিসি, পিসিসি কিংবা সিপিএমের রাজ্য দফতরে।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় বিরোধীরা ব্রাত্যই

চক্রবর্তী বলেন, "সরকারি অর্থে প্রশাসনিক সভার নামে তো আদতে দলের সভা হয়। বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের বাদ দেওয়াটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। জনপ্রতিনিধিদের এভাবে বাদ দিয়ে আসলে সেখানকার মানুষকেই অপমান করা হচ্ছে। তবে আমরা চাই প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিন, কালনা সেতুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"যদিও তৃণমূলের বিধায়ক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা সভায় থাকছেন। শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী যেমন থাকছেন। তেমনই শান্তিপুর ব্লকের একটি অংশ পড়ছে রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভার মধ্যে। যার বিধায়ক খোদ বিজেপির জেলা সভাপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়। তিনিও প্রশাসনিক সভায় আমন্ত্রণ পাননি বলে অভিযোগ। পার্থসারথী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী কণ্ঠ শুনতে চান না। বরং কণ্ঠরোধ করতে চান। বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের সেখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। তবে শান্তিপুরে যখন আসছেন মুখ্যমন্ত্রী তখন বলে যান শান্তিপুর-কালনা সেতুতে যে আর্থিক নয়ছয় হয়েছে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন।" শান্তিপুর ব্লকের বাসিন্দা রানাঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ সরকার অন্যবারের মতো এবারও আমন্ত্রণ পাননি বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্রের ধার ধারেন না। প্রশাসনিক সভায় কোনওদিনই বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না।"নদিয়ার দক্ষিণে শান্তিপুর ছাড়া বাকি বিধানসভাগুলি রয়েছে বিজেপির হাতে। সেখানকার কোনও বিধায়ককেও আমন্ত্রণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। জেলার মধ্যে একমাত্র তাহেরপুর পুরসভা রয়েছে সিপিএমের হাতে। অভিযোগ, সেখানকার পুরপ্রধানও ডাক পাননি। পুরপ্রধান উত্তমানন্দ দাস বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো সবার মুখ্যমন্ত্রী। এই সভায় থাকলে আমার এলাকার চাহিদা, উন্নয়নের কথা জানাতে পারতাম। কিন্তু আমরা বিরোধী বলে কি ব্রাত্য থেকে যাব।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩২ সংখ্যা ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ১৮ মাঘ, ১৪৩০

জায়গা দেখে দেবে সরকার, দরকারে বাড়িও করে দেব,ভোটের আগেই বড়সড় ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় নদী ভাঙন বেশ পুরনো সমস্যা। ভোটের মুখে প্রত্যেকটি সরকারের নদী ভাঙন নিয়ে দেখা যায় চিন্তা। ভোটের আগে সরকারের প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিতে দেখা যায় নদী ভাঙন নিয়ে। তবে বছরের অন্যান্য সময় রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের এই সমস্যা মাথায় আসেনা।ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের বড় আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএমদের অনুরোধ করছি এই পরিকল্পনা করার জন্য। চা বাগানে পাট্টা দিচ্ছি আমি, সংখ্যালঘুদের জন্যও তো দিলাম, এদের দিলে ক্ষতি কী? সব সময় দেখতে হবে গঙ্গা ভাঙনে যাতে কারোর বিপর্যয় না হয়।এই কথা আমরা বলছি না, মুর্শিদাবাদের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার মানুষরা অন্তত এমনটাই মনে করছেন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বড় আশ্বাস দিলেন গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কাতে গঙ্গা ও পদ্মা ভাঙন রোধে। কাজ করছে তারাও।

জেলা শাসকদের কাছে তিনি একটা অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, যাদের ঘরবাড়ি গঙ্গা ভাঙনে নষ্ট হয়েছে, তাদের দু-তিন বছরের রেকর্ড দিন। গঙ্গায় যাদের ঘরবাড়ি আগামী দিনে চলে যেতে পারে তাদের সরিয়ে আনুন। তারাও একটু অন্য জায়গায় সরে যান। আপনাদের জায়গা দেখে দেবে সরকার। গঙ্গার স্রোতে কোনও দিন যদি আপনার বাড়ি ডুবে যায় তাহলে সেখানে সরকারের হাত নেই।

বলা বাহুল্য, যে পর্যায়ে গঙ্গা ভাঙন হচ্ছে, তাতে যে কোনও সময় ঘরবাড়ি তলিয়ে যাবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন কথা বলেন ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের সাথে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেন, গঙ্গা ভাঙনে বিপর্যয় হতে পারে যাদের, তারা যেন দূরে সরে যান। দরকার হলে স্পেশাল ব্যবস্থা নিয়ে সরকার ঘরবাড়ি তৈরি করে দেবে।আমরা দেব জমি।

সম্পাদকীয়

বকেয়া আদায়ের ধর্নার পরেই মঙ্গলবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে রেড রোডের ধর্না শেষ করার দু'দিনের মধ্যেই আবার দিল্লি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, একটি 'গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকে' যোগ দিতেই রাজধানীতে যাচ্ছেন মমতা।উল্লেখ্য, এর আগে মমতা দিল্লি গিয়েছিলেন গত বছর ডিসেম্বরে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' নিয়ে বৈঠকও করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকের পর মমতা বলেছিলেন, ইতিবাচক কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি বাংলার প্রাপ্য বকেয়ার বিষয়টি দেখবেন বলেও কথা দিয়েছেন। সেই বৈঠকের দু'মাসের মধ্যেই আবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে রেড রোডে ধর্নায় বসতে চলেছেন মমতা। ফলে এ প্রশ্নও উঠেছে, তবে কি 'গুরুত্বপূর্ণ' বৈঠকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তিনি?

আপাতত এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে দেশ।শুক্রবার থেকেই কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়ার দাবিতে রেড রোডে ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী।মমতা নিজেই জানিয়েছেন ৪৮ ঘণ্টা ধর্নামঞ্চে থাকবেন তিনি। অর্থাত শনিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্না কর্মসূচি চলবে তাঁর। তৃণমূল সূত্রে খবর, মমতা দিল্লি যাবেন আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার। তার আগে ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশনেও যোগ দেবেন তিনি। ওই দিনই বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে বৈঠকও করবেন।

সোমবার অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই রাজ্যের বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। পরের দিন অর্থাত ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ৬ তারিখ অর্থাত মঙ্গলবার প্রথমার্ধে বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিয়েই দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লির জন্য রওনা হতে পারেন মমতা। কেন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন? সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। নবান্ন সূত্রে খবর, শীঘ্রই মমতার দিল্লি সফরসূচি প্রকাশ্যে আনা হবে। তবে তৃণমূলে মমতার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাত বুধবার দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক রয়েছে মমতার। সেই বৈঠকেই যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি।

কাদের সঙ্গে বৈঠক তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই সময়ে সংসদে বাজেট অধিবেশন চলায় তৃণমূলের সাংসদেরা দিল্লিতেই থাকবেন। তাই মমতা দিল্লিতে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আবার যে হেতু সম্প্রতি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে, তাই সে ব্যাপারেও মমতা কোনও বৈঠকে যোগ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।মমতার দিল্লি যাত্রা রাজনীতির কারবারিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে লোকসভা ভোটের আগে নীতীশের জোট ছেড়ে এনডিএ-তে যোগদান এবং ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া শরিক জেএমএম-এর মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারির ঘটনায় জোটের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই বাংলায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা চলাকালীন কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে সমীকরণ বদলের ইঙ্গিতও মিলেছে। এই পরিস্থিতিতেই আগামী মঙ্গলবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা। সেই সফরসূচিতে কী কী থাকতে চলেছে সে দিকেই নজর রেখেছেন রাজনীতির কারবারিরা।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

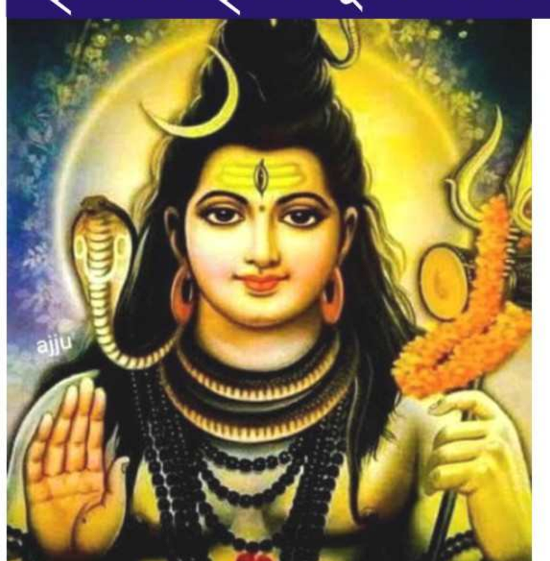

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

তিওয়ারী বলেন, এই ধর্মের উৎপত্তির না কোন সঠিক তারিখ আছে না কোন সুনির্দিষ্ট প্রবর্তক আছেন।

হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কোন বিশেষ নয়। যরদুশত, মূসা, ঈসার মত এমন কোন ব্যক্তির উপর সন্ধান পাওয়া যায় না।যাকে হিন্দু ধর্মের প্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তেমনিভাবে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলী কোণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি-সংক্লিষ্টের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি বিশেষের আগমন ঘটলেও হিন্দুধর্মের সূচনাপূর্বে নৈর্ব্যক্তিগণ সীলমোহরে লেগে আছেন। যেহেতু হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় ব্যবস্থা সংগঠনে অসংখ্য ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছেন, যার ফলে এই ধর্মে একক কোন বিশ্বাস,ধর্মীয় রীতি-নীতি বা আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায় না। বিশ্বাসের বৈচিত্র্য,উপাসনা পদ্বতির বিভিন্নতা এবং আরাধ্যের আধিক্যের জন্য এই ধর্মকে এমন এক গহীন অরণ্যের মত মনে হয়,যেখানে হাজারো পথ রয়েছে।

তাই স্যার চার্লস এলিয়ট বলেন, Hinduism has not been made, but has grown,it is a jungle not a building.

কে.এম সেন বলেন,

হিন্দুত্ববাদ হল এমন ধর্ম যা একটি বৃক্ষের ন্যায় যা অনেকদিন যাবৎ গড়ে উঠেছে যেমনটি একটি দালান নির্মাণে অনেকদিন সময় লাগলে তার স্থাপত্য নির্ধারণ করা একটি দুরুহ কাজ।

কিন্তু কোন পথ সঠিকভাবে সরল ও পরিচ্ছন্ন নয়।

যখন আর্যহিন্দুগণ সর্বপ্রথন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে তখন তাদের ধ্যান-ধারনা ছিল নেহায়াত সাদামাঠা। ঐসব ধ্যান-ধারনা ও বিশ্বাস বেদসমূহে সঙ্কলিত হয়েছে।কিন্তু সেই সময় থেকে তা এক বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বকে বৈধ করার জন্য যেসকল গ্রন্থ রচনা শুরু করে তাদের ব্রাহ্মণ্য বলা হয়। ব্রাহ্মণ্যকে বৌদ্ব ও জৈন ধর্মগ্রন্থের সাথে তুলনা করলে উপলবিদ্ব করলে এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, তাতে তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ বিকৃতি করা হয়েছে এবং পুরাতন বৈদিক বিশ্বাসসমূহ এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে, যাতে ব্রাহ্মণদের পৌরসাহিত্যের ধারাবাহিকতা সপ্রমাণিত হয়। এইজন্যে হিন্দু ধর্মের সেইসকল গ্রন্থসমূহের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় নাই। জৈন ও বৌদ্ব মতবাদরূপে যে নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়,ব্রাহ্মণ্যে তা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা হয়।খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রবর্তিত হয় বৌদ্ধ ধর্ম। এই ধর্ম প্রাথমিক ভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উদ্ভুত হলেও, একটা সময়ের পরে, বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর, এর মধ্যেও তন্ত্র-মন্ত্রজাত বিভিন্ন সংস্কার প্রবেশ করে। হিন্দু ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্মেও রয়েছে অজস্র তন্ত্র-গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের তথাকথিত দেবদেবীতে বিশ্বাসী না হলেও হিন্দু তন্ত্রকে তারা শুধু গ্রহণই করেনি, তাকে আরও পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করেছিল বলা যায়।হিন্দু ধর্ম থেকে আরেক ক্ষত্রিয় পুত্র জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেন যদিও তা বৌদ্ব ধর্মের ন্যায় ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করতে পারে নাই। হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কোন শূন্যতা সৃষ্টি হয় নাই। তেমনিভাবে এই ধর্মগ্রন্থসমূহে উপমহাদেশে গ্রীক, শক,হুন ইত্যাদি জাতির হামলার কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

এই সনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসিরাই বেদ শ্রুতিবদ্ধ করেন অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে বেদ আয়ত্ব করেন। বেদ কোন একজন সাধু বা সন্ন্যাসির লব্ধকৃত নয়, বেদ হল বহু সাধু সন্ন্যাসিদের লব্ধকৃত এক মহান শ্রুতিবদ্ধ গ্রন্থ যা প্রথম অবস্থায় সবার মনে মনে ছিল পরে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। বেদ এই লিঙ্কটির মাধ্যমে বেদ সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন। তখন কার যুগে এই বেদের আধিপত্য ছিল ব্যাপক, অর্থাৎ সমাজের সকল কাজ বেদের মাধ্যমে চলত কারণ বেদে সমাজ চালানো, চিকিৎসা করা, গণনা করা এমন সব উপাদানই আছে। এই কারনে তখনকার সভ্যতাকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতা। এই বৈদিক সভ্যতায় অর্থাৎ ঐ আমলে কোন মূর্তি পুজা করা হত না। সেই সময় হিন্দুদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, বরুন, অগ্নি এবং সোম। তারা যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হত। তখনকার ঈশ্বর আরাধনা হত যজ্ঞ এবং বেদ পাঠের মাধ্যমে। সকল কাজের আগে যজ্ঞ করা ছিল বাঞ্ছনীয়। সে আমলে কোন মূর্তি বা মন্দির ছিল না। ।আর্যদের এ দেশে আসার আগে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মাচারণ ছিল, মূর্তিপুজো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর্যরা এ দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যতই মিশে যেতে থাকে, এখানকার প্রাচীন আচার-ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ আর্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে তত বেশি মাত্রায়। এই সময়কাল থেকেই ঋগবেদের প্রধান ত্রিদেব ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ ও যমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন অনার্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু,শিব ও মহেশ্বর। পাওয়া যায় মাতৃরূপিনী আদ্যাশক্তি মহামায়ার উপাসনার কথাও।এই সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের একটা পর্বে রচিত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারতের মতো দু'খানি মহাকাব্য। মনে রাখতে হবে এই দুই কাব্য কিন্তু ধর্মগ্রন্থ নয়। ধারনা করা হয়ে থাকে যে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১০০ অব্দের মধ্যে রামায়ণএবং মহাভারত শ্রুতিবদ্ধ হয়। বর্তমানে এই সমস্ত মহান ধর্ম গ্রন্থগুলোর লিখিত রূপ হয়েছে। এই রামায়ণ এবং মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে ধর্ম এবং যুদ্ধেরকাহিনী। এছারাও পুরাণ নামে যে ধর্মগ্রন্থগুলো রয়েছে তাতে দেবতাদের এবং অসুরদের যুদ্ধ নিয়ে ঘটনা আছে। তবে দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে স্কুলে রামায়ণ কাহিনীর ওপর নাটক করে। শুচিতা, পবিত্রতায় মন্ডিত আদর্শ গৃহবধূ সীতা, তেজস্বী বীর আদর্শনিষ্ঠ রাম, সাহসী ভাই লক্ষণ, ভক্ত সেবক বীর হনুমান প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষ। হাজারে হাজারে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে বিক্রী হচ্ছে রামায়ণ। শাড়ী পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বৃটেনের মেয়েদের। রামায়ণ সিরিয়াল হওয়ার পর রাস্তাঘাটে মেয়েরা সীতার অনুকরণে শাড়ী পড়ে কপালে বিন্দিয়া লাগিয়ে বেড়াতে বেরোয়। লন্ডনে 'ইলিয়া' নামক একটি শিক্ষা সংস্থা স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করেছে ১৯৮৪ সাল থেকে। তারমধ্যে রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত হয়। রাম-সীতা-লক্ষণকে ঘিরে যে আদর্শ পরিবারের মাধু[]্যময় রূপ তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিত্য বর্ণিত হচ্ছে। ইলিয়া জানিয়েছে যে রামায়ণের আদর্শে ভবিষ্যতের নাগরিকদের উজ্জীবিত করতে তাদের এই শিক্ষাদান। ইউরোপে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে হিন্দুধর্মকে পৌছে দেবার ব্যাপারে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ এবং ওয়েভ মেকানিকসের আবিষ্কর্তা আরউইন স্কুডিঞ্জার সাহেবের ভূমিকা অনবদ্য।

খৃষ্টধর্মের লোক হয়েও তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ১৯৮৫ সালে আমেরিকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রেগন সেখানে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলেঃ বৈচিত্র্যই হচ্ছে মার্কিন জীবনের ধারা। আমাদের জাতির শক্তির ভিত্তিও সেটাই। হিন্দুধর্ম প্রচারে আপনাদের এই প্রয়াস সেই বৈচিত্র্যকেই পুষ্ট করছে আমাদের জাতির অব্যাহত অগ্রগতিতে আপনাদের জনগণ ও তাদের বংশধরদের অতুলনীয় অবদানের জন্য আপনারা গর্ধরোধ করতে পারেন। হিন্দুদের সম্পর্কে এই হচ্ছে মার্কিনী জনগণের মনোভাব।

মধ্যপ্রাচ্যে কোনকালে শান্তি ছিল না, আজও নেই। এর কারণ অনুসন্ধান করতে এগিয়ে এলেন লেবাননের প্রথম প্রেসিডেন্ট কেমাল জামব্লাট। ক্রমাগত জলের উৎস অনুসন্ধানকারী যেমন একদিন সাগরে গিয়ে পৌঁছবে, তেমনি ধর্মীয় সত্যের অন্বেষণকারীদের পৌঁছতেই হয় হিন্দুধর্মে। কেমাল জামব্লাট ভারতে এলেন, বেলুড় ঘুরে গেলেন। নতুন প্রেরণা নিয়ে গেলেন, লেবাননে শান্তি ফেরানোর জন্য। তার ঘরে থাকতো ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি। অশান্ত ধর্মের লোকেরা তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করল। লেবানন আজও অগ্নিময়-মৃত্যু, হত্যা নিত্যদিনের সঙ্গী।

১৯৮৭ সালে রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের আয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮১ টি দেশের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

শ্রীলা মজুমদারের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খ্যাতিমান অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদাদের মৃত্যুতে টালিউডে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গুণী এই অভিনেত্রীকে হারিয়ে সবাই শোক প্রকাশ করছেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শ্রীলা মজুমদারের মৃত্যুতে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন।

ঋতুপর্ণা শ্রীলা দেবীকে নিজের বোন বলেই মনে করতেন। শনিবার শ্রীলার প্রয়াণের খবর শুনে ভেঙে পড়েছেন তিনি। শোক প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমে ঋতু বলেন, 'চিরকাল আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্কটে বরাবর আমার পাশে থেকেছেন।'

গত তিন বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন শ্রীলা। ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত টাটা মেডিকেল ক্যানসার সেন্টারে ভর্তিও ছিলেন। শনিবার তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরনো স্মৃতিচারণ করে ঋতুপর্ণা বলেন, 'সঙ্কটে দিদি সব সময় বলতেন, তুই এগিয়ে যা। থামবি না। এ কথাগুলো আমায় ভীষণ শক্তি জোগাত। আমি ভাবতে পারছি না যে, দিদি এ কথাগুলো আর আমায় বলবেন না।'

শেষবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় শ্রীলাকে পর্দায় দেখা গিয়েছিল। সে সিনেমায় তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর।

এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে বলেন, "আমার এত খারাপ লাগছে যে বোঝাতে পারব না। আমরা একসঙ্গে 'পালানে' শুট করলাম। তখন থেকেই অসুস্থ ছিল। কিন্তু ক্যানসারের কথাটা কখনোইও বলেনি। কোনো দিন নিজের কষ্টের কথা বললো না ও। ভীষণ খারাপ লাগছে।"

সদ্যপ্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়ে আসেন। তখন শ্রীলা ১৬ বছরের কিশোরী। ভিন্ন ধারার সিনেমায় শ্রীলাকে বেশি অভিনয় করতে দেখা গেছে। শাবানা আজমি, স্মিতা পাতিল, নাসিউরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন শ্রীলা মজুমদার।

ভারতে প্রথম স্টেজ পারফর্ম করলেন নিক, দেখা মিলল না প্রিয়াঙ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দুই ভাইকে নিয়ে ভারতে এসেছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী হলিউডের জনপ্রিয় পপ তারকা নিক জোনাস। প্রথমবারের মত ভারতের মাটিতে স্টেজ পারফর্ম করতে আসা নিকের সঙ্গে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কাকে।

মূলত মুম্বাইয়ে শুরু হয়েছে 'লোলাপালুজা'র দ্বিতীয় সংস্করণের অনুষ্ঠান। যেটি গতকাল শনিবার থেকে শুরু হয়ে আজ রবিবার শেষ হবে। সেই অনুষ্ঠানেই শনিবার রাতে গান গেয়ে দর্শক মাতালেন 'জোনাস ব্রাদার্স'।

এদিন ফ্লোরাল সুতি শার্ট ও বেইজ রংয়ের প্যান্ট পরে নিক 'মান মেরি জান এক্স আফটারলাইফ' গানটি গেয়েছেন। যে গানটি গত বছর তিনি ভারতীয় শিল্পী কিংয়ের সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন। মঞ্চে কিংয়ের সাথে নিক নাচতে নাচতে দর্শকদের জন্য গানটি গাইছিলেন। এসময় অধিকাংশ দর্শক তাকে জিজু (দুলাভাই) সম্বোধন করেন।

তবে নিকের ভারত সফরে এবার দেখা মেলেনি তার স্ত্রী ও অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের। পেশাগত দিক থেকে নিক জনপ্রিয় পপ তারকা হলেও ভারতীয়দের কাছে নিকের পরিচিতি 'প্রিয়াঙ্কার স্বামী' হিসেবেই।

বিয়ের পরই তীব্র কটাক্ষের মুখে শোয়েবের তৃতীয় স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শোয়েব মালিককে বিয়ে করার পর থেকেই আলোচনায় পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদ। বিয়ের পর তিনি প্রথম র সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতেই কটাক্ষের শিকার হলেন। তার ছবিতে অনেক নেটিজেনই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকেই পাকিস্তানি জনতার কাছে শোয়েব এবং সানা দু'জনেই খলনায়ক হয়ে উঠেছেন। কেউই মেনে নিতে পারছেন না এই বিয়ে। বিয়ের পর শোয়েবের সঙ্গে সানা ছবি পোস্ট করার করতেই কটাক্ষ করতে শুরু করেন অনেকে। পাকিস্তানের এক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, শোয়েব এবং সানা দুজনেই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও গত তিন বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের বিয়ের ব্যাপারে আগের স্বামী উমের জয়সওয়ালকে কিছুই জানাননি সানা। মাত্র তিন মাসে তাকে হঠাৎ করে ডিভোর্স দিয়েই শোয়েবকে বিয়ে করেছেন। শোয়েবও নাকি সানাকে ছাড়া কোনও টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যেতে রাজি হতেন না।

ইয়ামি গৌতমের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। অভিনেত্রীর সর্বশেষ ছবি দেখে এমন গুঞ্জনই শুরু হয়েছে অনুরাগীদের মাঝে। ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বিষয়টি। সম্প্রতি স্বামী আদিত্য ধরের সঙ্গে বান্দ্রায় দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই এমন প্রশ্ন উঠছে।

অভিনেত্রীর পরনে ছিল গোলাপি সালোয়ার। সাংবাদিকদের দেখে হাসিমুখে ছবির জন্য পোজও দেন অভিনেত্রী। কিন্তু ওড়না দিয়ে নিজের শরীরের মধ্যভাগ ঢেকে রাখেন। অভিনেত্রীর সেই ভিডিও অনলাইনে আসতেই ধীরে ধীরে গুঞ্জন শুরু হয়। নিজের বেবি বাম্প ঢেকে রাখছেন অভিনেত্রী, এমনটাই ধারণা অনেকের। অনুরাগীদের অনেকেই মন্তব্য করে জানতে চেয়েছেন, 'অভিনেত্রী কি অন্তঃসত্ত্বা?' কেউ কেউ আবার ইয়ামিকে শুভেচ্ছাও জানিয়ে দিচ্ছেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই অভিনেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি ভেসে বেড়াচেছ গুঞ্জন হয়ে। অভিনেত্রীর সর্বশেষ ছবিতেও তারই আভাস পাচ্ছে অনেকে। উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশের মেয়ে ইয়ামি। ২০২১ সালে সেখানেই বিয়ে সারেন আদিত্যর সঙ্গে। গত বছর তাকে দেখা গেছে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ও মাই গড ২'তে। এ বছরও একাধিক চলচিচত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।

৭৫ কোটি থেকে এক লাফে ৪৫, সানির এ কেমন অবনমন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় দেড় দশকের খরা কাটিয়ে গত বছর লাভের দেখা পান বলিউড অভিনেতা সানি দেওল। 'গদার-২' ২০২৩ সালের সুপারহিট হিন্দি সিনেমাগুলোর অন্যতম। বক্স অফিসে প্রায় ৫০০ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে সানির ওই ছবি।

'গদর ২' ছবির সাফল্যের পরই বদলে গিয়েছে সানির ভাগ্য। এখন তার সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক বলিউডের একাধিক নামজাদা পরিচালক, প্রযোজকেরা। তাদের একজন নীতেশ তিওয়ারি। 'রামায়ণ' অবলম্বনে সিনেমা বানাচ্ছেন তিনি। সেই সিনেমায় হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল সানির কাছে।

ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। ওই ছবিতেই হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল সানির। সেই চরিত্রের জন্য ৭৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক দাবি করে বসেছিলেন ধর্মেন্দ্র-পুত্র। তবে শেষ পর্যন্ত নাকি নিজের পারিশ্রমিক কমিয়ে নাকি ৪৫ কোটিতে নামিয়ে এনেছেন তিনি। এখন খবর, পারিশ্রমিক নিয়ে জট কাটার পরে নাকি সানিকেই চূড়ান্ত করেছেন নির্মাতারা।

রামের চরিত্রে রণবীর চূড়ান্ত হয়ে গেলেও এখনও তা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। রণবীরের বিপরীতে সীতার চরিত্রে অভিনয় করার কথা দক্ষিণী অভিনেত্রী সাই পল্লবীর। রাবণের চরিত্রে অভিনয় করার কথা 'কেজিএফ' খ্যাত দক্ষিণী তারকা যশের। রাবণ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নাকি ১৫০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক দাবি করেছেন যশ।

পোপের ৪ রানের আক্ষেপ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একপ্রান্তে সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মিছিলে অন্যপ্রান্তে নিজের কাজটা করে যাচ্ছিলেন ওলি পোপ। পুরো ইনিংসে দলকে টেনে নিয়ে এসে ১৯৬ রানে থামলেন এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। রিভার্স স্কুপ খেলতে গিয়ে জাসপ্রীত বুমরাহর বলে বোল্ড হয়ে ফিরেছেন তিনি।

পোপের এমন ইনিংসের পরও ভারতের সামনে বড় লক্ষ্য দাঁড় করাতে পারেনি ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২০ রানে শেষ হয়েছে ইংল্যান্ডের ইনিংস। তাতে ম্যাচ জিততে ভারতের সামনে ম্যাচ লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে ২৩১ রান। হাতে সময় আছে দেড়দিন।

ভারতের মাটিতে ২৩০ বা এর চেয়ে বেশি রান তাড়া জয়ের ঘটনা আছে মাত্র ৫টি। এর মধ্যে ৪টি ম্যাচই জিতেছে ভারত, ১ টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার সর্বশেষটি ১২ বছর আগে বেঙ্গালুরুতে। সেই টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৬১ রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। তাই ম্যাচের পাল্লা ভারতের দিকেই কিছুটা হেলে পড়লো।

এর আগে ১৪৮ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন পোপ। তার সঙ্গে ছিলেন ১৬ রানে অপরাজিত থাকা রেহান আহমেদ। রেহান ২৮ রান করে আউট হলে ক্রিজে আসেন হার্টলি। রেহানের সঙ্গে ৬৪ রানের জুটির পর হার্টলির সঙ্গে ৮০ রানের জুটি গড়েন পোপ। হার্টলি ফেরেন ৩৪ রানে।এরপর মার্ক উড ফেরেন শূন্য রানে ফিরলে বিদায় নেন পোপও।

মৌসুমের প্রথম গোল অ্যান্টোনির, ৪-২ ব্যবধানে জয় ম্যানইউর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পুরো মৌসুমে গোলখরায় চৌচির ব্রাজিলিয়ান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফরোয়ার্ড অ্যান্টোনি। যে কারণে ভক্তদের প্রচুর ট্রলের শিকারও হচ্ছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। অবশেষে গোল পেলেন তিনি। এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় অ্যান্টোনির স্কোর করার দিনে নিউপোর্ট কাউন্টিকে ৪-২ গোলে হারালো ম্যানইউ।

প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে খেলতে নেমে শুরুতেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ম্যানইউ। ম্যাচের ৭ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও ১৩ মিনিটে গোল করেন কোবি মাইনো।

ম্যানইউ দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। বিরতির আগেই সফরকারীদের জালে একবার বল জমা করে ব্যবধান ২-১ করে নিউপোর্ট। ৩৬ মিনিটে প্রথম গোল করে স্বাগতিকরা। বিরতি থেকে এসেই দ্বিতীয় গোল করে সমতায় ফেরে তারা।

এরপর ম্যাচের ৬৮ মিনিটে গোল করে দলকে আবার লিড এনে দেন অ্যান্টোনি। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন রাসমাস হয়লুন্দ। ফলে ৪-২ গোলে জয় পায় ম্যানইউ।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে ম্যানইউর প্রতিপক্ষ হবে ব্রিস্টল সিটি অথবা নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

ট্র্যাজিক হিরো স্মিথ, সিরিজ সেরা জোসেফ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শেষ পর্যন্ত লড়াই যেন গিয়ে ঠেকেছিল স্টিভন স্মিথ আর শামার জোসেফের মধ্যে। সেখানে হারেননি অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান। এক প্রান্ত আগলে রেখে অপরাজিত ছিলেন ৯১ রানে। কিন্তু আরেক প্রান্ত কাউকেই টিকতে দিলেন না জোসেফ। পায়ের অগ্রভাগে চোট নিয়েও দুর্দান্ত এক স্পেলে ধসিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে অসাধারণ এক জয় পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রিজবেনে রোমাঞ্চ ছড়ানো দিন-রাতের টেস্টে ৮ রানে জিতেছে ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটের দল। ১-১ সমতায় শেষ করেছে সিরিজ। ১৪৬ বলে এক ছক্কা ও নয় চারে ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন স্মিথ। তবে তাকে ছাপিয়ে গ্যাবা টেস্টের নায়ক শামার জোসেফ। ১১.৫ ওভারে ৬৮ রান দিয়ে ৭ উইকেট নেন এই পেসার। আগের ম্যাচে অভিষেকেও আলো ছড়ানো এই পেসারই জিতেছেন সিরিজ সেরার পুরস্কার।

২৭ জানুয়ারি তৃতীয় দিন মিচেল স্টার্কের ইয়র্কার ছোবল দিয়েছিল শামার জোসেফের পায়ের অগ্রভাগে। আর ব্যাটিং চালিয়ে যেতে পারেননি, মাঠ ছাড়েন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। স্ক্যান করাতে যেতে হয়েছিল হাসাপাতালে। পরদিন আজ রবিবার তার মাঠে আসাই নিশ্চিত ছিল না। সেই তিনিই গড়ে দিলেন ব্যবধান। এক সেশনে নিলেন ৬ উইকেট। পড়ে জশ হেইজেলউডকে বোল্ড করে ১৯৯৭ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের এনে দিলেন প্রথম জয়। মানে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনিই

অস্ট্রেলিয়ার মাত্রা চতুর্থ বোলার হিসেবে শামার জোসেফের সাত উইকেট নেওয়ার দিনে আদ্যান্ত ব্যাটিংয়ের কীর্তি গড়লেন স্মিথ। ওপেনার হিসেবে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সিরিজে অবশেষে পেলেন রানের দেখা। তবে দারুণ লড়াইয়ের পরও শেষ পর্যন্ত দিন-রাতের টেস্টের অস্ট্রেলিয়ার প্রথম হার এড়াতে পারেননি।

২ উইকেটে উইকেটে ৬০ রান নিয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২১৬ রানের লক্ষ্য থেকে ১৫৬ রান দূরে ছিল তারা। তবে আগের তিন দিনে যেভাবে রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে এই টেস্ট তাতে অস্ট্রেলিয়ার জন্য পথটা সহজ ছিল না। তবুও স্মিথ ও ক্যামেরন গ্রিনের জুটি ভালোই সম্ভাবনা। কিন্তু দিনের ১২তম ওভারে গ্রিনকে (৪২) বোল্ড করে ৭১ রানের এই জুটি ভাঙেন জোসেফ। পরের বলে উড়িয়ে দেন ট্রাভিস হেডের স্টাম্পও। বাঁহাতি এই ব্যাটার আগের ইনিংসেও মেরেছেন গোল্ডেন ডাক। তৃতীয় অজি ব্যাটার হিসেবে একই টেস্টের দুই গোল্ডেন ডাক মারার লজার কীর্তি গড়লেন তিনি।

নতুন আসা ব্যাটার মিচেল মার্শও বেশিক্ষণ টেকেননি। জোসেফের অতিরিক্ত বাউন্সের ডেলিভারি ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বল তার ব্যাটে লেগে চলে যায় সেকেন্ড স্লিপে থাকা আলিক আথানেজের হাতে। যদিও তিনি ধরতে পারেননি। তবে পাশে থাকা জাস্টিন গ্রিভস বল মাটিতে ফেলতে দেননি। দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে বোল্ড হওয়ার আগে অ্যালেক্স ক্যারিও ২ রানের বেশি করতে পারেননি।

জোসেফের আগুনে ঝরা বোলিং দেখে স্টার্ককে নিয়ে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন স্মিথ। ৩০ বলে ৩৫ রানের জুটিও গড়ে ফেলেন তারা। কিন্তু আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ত্রাতা হয়ে আসেন জোসেফ। ১৪ বলে ৪ চারে ২১ রান স্টার্ককে কেভিন সিনক্লেয়ারের ক্যাচে পরিণত করেন এই পেসার। প্রথম ইনিংসে ফিফটি করা অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকেও তুলে নেন তিনি। একের পর এক সঙ্গীর আসা-যাওয়া দেখলেও অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন স্মিথ। শেষ ব্যাটার হিসেবে যখন জশ হ্যাজেলউড আসেন তখনো জয় থেকে ২৫ রান দূরে তারা। এই জুটিতে আসে ১৬ রান আসার পর পথ হারান হ্যাজেলউড। জোসেফের নিজের স্টাম্প বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। অন্যদিকে ৯১ রানে অপরাজিত থাকা স্মিথকে পরিণত হয় ট্র্যাজিক হিরো স্মিথ, সিরিজ সেরা জোসেফ্যাজিক হিরোতে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম ইনিংস: ৩১১

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ২৮৯/৯ ডিক্লেয়ার

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংস: ১৯৩

অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস: (লক্ষ্য ২১৬) (আগের দিন ৬০/২) ৫০.৫ ওভারে ২০৭ (স্মিথ ৯১*, গ্রিন ৪২, হেড ০, মার্শ ১০, কেয়ারি ২, স্টার্ক ২১, কামিন্স ২, লায়ন ৯, হেইজেলউড ০; রোচ ১০-১-২৮-০, আলজারি জোসেফ ১৭-১-৬২-২, গ্রিভস ১২-০ -৪৬-১, শামার জোসেফ ১১.৫-০-৬৮-৭)

ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ রানে জয়ী

সিরিজ: ২ ম্যাচের সিরিজ শেষ ১-১ সমতায়

ম্যান অব দা ম্যাচ: শামার জোসেফ

ম্যান অব দা সিরিজ: শামার জোসেফ

ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের

নতুন রাজা সিনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বের এক নম্বর জকোভিচকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন ইতালির ইয়ানিক সিনার। তার সামনে সুযোগ ছিল ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর। সেটাই করলেন। পুরুষ এককের ফাইনালে রুশ তারকা ড্যানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে প্রথম ইতালিয়ান খেলোয়াড় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ইতিহাস গড়লেন সিনার।

গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও অধরা শিরোপা ধরা দিচ্ছিল না ইয়ানিক সিনারের। অবশেষে ক্যারিয়ারের প্রথম মেজর ফাইনাল খেলতে নেমেই অসাধ্য সাধন করেছেন ২২ বছর বয়সী। রবিবার মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনাতে পাঁচ সেটের মহাকাব্যিক লড়াইয়ে দুই সেটে পিছিয়ে পড়েও দানিল মেদভেদেভকে হারিয়েছেন ৩-৬, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ গেমে। যা তার ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জয়।

তিন ঘণ্টা ৪৪ মিনিটের লড়াইয়ে ইতালিয়ান সিনারের শুরুটা ভালো ছিল না। শুরুর দুই সেট ৩-৬, ৩-৬ গেমে হেরে গিয়েছিলেন। মূলত চতুর্থ বাছাই সিনার রাশিয়ান তারকার গতির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। পরে সময়ের সঙ্গে ছন্দ খুঁজে পেলে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখতে শুরু করেন তিনি।

আক্রমণাত্মক টেনিস খেলে তিনি সিনারকে চাপে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। তৃতীয় সেটে পিছিয়ে পড়েন মেদভেদেভ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে তৃতীয় সেটটা সিনার ছিনিয়ে নেন ৬-৪ ব্যবধানে। চতুর্থ সেটে হয় ঠিক তৃতীয় সেটের পুনরাবৃত্তি। এরপর পঞ্চম সেটটা সিনার জেতেন ৬-৩ বয়বধানে। সেই সঙ্গে লিখে ফেললেন মহাকাব্য।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসির নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডে (এসএলসি) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জেরে গত নভেম্বরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইসিসি। তখন ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছিল, আইসিসির সদস্য হিসেবে নিয়মের লঙ্ঘন করেছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। বিশেষ করে বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করে আইসিসি।

নিষেধাজ্ঞা জারি হয় গত ১০ নভেম্বর। এরপর গত ২১ নভেম্বর আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আইসিসি ইভেন্ট ও দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে পারবে শ্রীলঙ্কা। তবে শাস্তি হিসেবে ঠিকই ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়।

নিষেধাজ্ঞার পর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল আইসিসি। আজ তারা জানিয়েছে, এসএলসির কার্যক্রমে এখন তারা সন্তুষ্ট। তাই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলো না পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধের খেলা শেষ করেছিল প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। সেখান থেকেও ম্যাচ জিততে পারেনি কিলিয়ান এমবাপের দল! দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে দুই গোলের সঙ্গে হজম করতে হয়েছে লালকার্ডও। অবশেষে ভক্তদের হতাশ করে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছেড়েছে পিএসজি। লিগ ওয়ানের খেলায় ব্রেস্টের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের।

ম্যাচ জিততে না পারলেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান ঠিকই ধরে রেখেছে পিএসজি। টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে থাকা নিসের সঙ্গে এখনো ৬ পয়েন্ট এগিয়ে আছে এমবাপের দল। পিএসজির পয়েন্ট এখন ৪৪। অপরদিকে ব্রেস্ট আছে টেবিলের তৃতীয়স্থানে। তাদের পয়েন্ট ৩৫।

পিএসজির হয়ে ম্যাচের ৩৮ মিনিটে গোল করেন মার্কো অ্যাসেনসিও। এরপর বিরতির এক মিনিট আগে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রান্ডাল কুলো মুয়ানি।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে দুটি গোল হজমের পাশাপাশি লালকার্ড দেখার তিক্ত স্বাদও পেয়েছে পিএসজি। তারা গোল দুটি হজম করেছে ম্যাচের ৫৫ ও ৮০তম মিনিটে।

এরপর অতিরিক্ত সময়ের ৪ মিনিটে লালকার্ড দেখেন পিএসজির ফরোয়ার্ড ব্রাডলি বারকোলা। দুইকার্ড হলুদকার্ড দেখার ফলে তাকে লালকার্ড দেখান রেফারি। ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় পিএসজি। এরপর তো চাপেই পড়ে যায় তারা। গোল করার সুযোগও তৈরি করা তখন কঠিন। অবশেষে ড্র করেই মাঠ ছাড়ে পিএসজি।

তিন জয়ে

ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে বাংলাদেশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা তিন জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয়ের পর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছিল স্বাগতিক বাংলাদেশ। আজ সিরিজে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে ফাইনালে উঠে গেল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। টস জিতে জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ। যেখানে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫০ রান করেছেন রাবেয়া। জবাবে খেলতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে শ্রীলঙ্কা।

কক্সবাজারের শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচের শেষ ওভারে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৭ রান। জান্নাতুল মাওয়ার করা ওভারের প্রথম বলটিতেই স্টাম্পড হয় এবং সবমিলিয়ে ২ রান আসে। আর ফ্রি হিট বলে ২ রান দেন এই স্পিনার। বৈধ এক বলে ৪ রান খরচ করায় ম্যাচ থেকে দূরে সরে যায় বাংলাদেশ। তবে পরের ৫ বলে মাত্র ২ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন এই স্পিনার। ফলে ১ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। এই জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।

আফ্রিকান নেশনস কাপ

ভাঙলো ৫০ বছরের রেকর্ড, মিশরকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে কঙ্গো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফ্রিকান নেশনস কাপে ৫০ বছরের রেকর্ড ভাঙলো কঙ্গো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। গত ৫০ বছরের জয়হীন থাকার পর অবশেষে নেশনস কাপের চলতি আসরে মিশরকে প্রথমবারের মতো হারালো তারা। টাইব্রেকারে মিশরীয়দের ৭-৮ গোলে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে কঙ্গো।

১-১ গোলে ম্যাচ সমতায় থাকার পর খেলার ফলাফল বের করে আনতে অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট খেলা হয়। এতেও কোনো চূড়ান্ত ফলাফল না আসায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। শ্বাসরুদ্ধকর এই লড়াইয়ে অবশেষে শেষ হাসিটা হেসেছে কঙ্গো।

সর্বশেষ মিশরের গোলরক্ষক মোহাম্মাদ আবু গাবালের মিস করা শটেই ম্যাচ জিতে যায় কঙ্গো। গাবালের শটটি ছিল ম্যাচের শেষ ও অষ্টম শট। এর আগের ৭ শটের ৭টিতেই গোল করেছে দুই দল। তবে নিজেদের শেষ শটে গোল করতে ভুল করেনি কঙ্গোর লিওনেল এমপাসি। তার গোল করার সঙ্গে সঙ্গে সতীর্থরা ভোঁ দৌড় দেয় এমপাসেরর পিছু পিছু। ইতিগড়া জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের ওঠার আনন্দে কঙ্গোর খেলোয়াড়রা ছড়িয়ে দেন গ্যালারিতেও।

সান পেদ্রোর লরেট পোকো স্টেডিয়ামে আফ্রিকান নেশনস কাপের সাতবারের শিরোপাজয়ী দল মিশরের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোল করে কঙ্গো। তাদের ৩৭ মিনিটে করা গোলটি মিশর শোধ করে ম্যাচের প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর গোল পায়নি কোনো দল।

এদিন মিশরের হয়ে গোল করেন মোস্তফা মোহাম্মদ। যদিও গোল এসেছে পেনাল্টি থেকেই। অপরদিকে কঙ্গোর হয়ে গোলটি করেছিলেন ম্যাসেক ইলিয়া। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ৭ মিনিটে মোহাম্মদ হ্যামডি লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় মিশর। তখন থেকেই আরো দুর্বল হয়ে পড়ে তারা।

এদিকে দলে ছিলেন না মিশরের তারকা ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহ। হ্যামস্ট্রিংয়ে ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি তিনি। যে কারণে মিশরের আক্রমণভাগ ছিল তুলনামূলক দুর্বল। অবশেষে কঙ্গোর কাছে হেরে আসর থেকেই ছিটকে গেলো সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR